

Bodystretch Bangladesh Ltd.

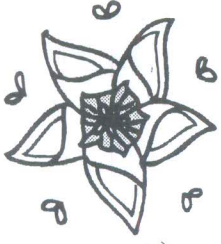
উন্মুক্ত দ্বার নীতিমালা (Open Door Policy)

উদ্দেশ্য : বডিস্ট্রেচ বাংলাদেশ লিঃ সর্বদাই আইন ও বায়ারের আচরণবিধির প্রতি সম্মান ও উপযুক্ত মর্যাদা প্রদর্শন করে। পাশাপাশি কারখানার কর্মীদের অধিকারের উপরও সমান সচেতন। ব্যবসায় উৎকর্ষ সাধনের জন্য বায়ার, ব্যবসায়ী অংশীদার ও শ্রমিকদের মধ্যে সৌহার্দ্যপূর্ণ ও আন্তরিক সম্পর্ক বজায় রাখা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারন বায়ার, অংশীদার ও শ্রমিক এই তিনটি বিষয় ব্যবসার ক্ষেত্রে ওতোপ্রোতোভাবে জড়িত। তাই বডিস্ট্রেচ বাংলাদেশ লিঃ এর কর্তৃপক্ষ শ্রমিকদের বাক-স্বাধীনতায় অ-প্রতিশোধমূলক বা উন্মুক্ত দ্বার নীতিতে বিশ্বাসী। এই লক্ষ্যে শ্রমিকদের স্বার্থরক্ষার জন্য শ্রমিকরা যেন ভয়ভীতি ও দ্বিধা-দ্বন্দ্ব হীনভাবে ম্যানেজমেন্ট এবং বায়ারদের নিকট সকল কথা বলতে পারে, সেজন্য বডিস্ট্রেচ বাংলাদেশ লিঃ এর কর্তৃপক্ষ এই নীতি প্রনয়ন করেছে।

আমাদের উন্মুক্ত দ্বার (Open Door Policy) নীতিমালা নিম্নরূপ :

- ১) শ্রমিকদের বাক স্বাধীনতায় কোনরূপ হস্তক্ষেপ না করা।
- ২) শ্রমিকদের অধিকারের উপর সম্মান প্রদর্শন ও গুরুত্বারোপ করা।
- ৩) শ্রমিকদের মতামতের উপর গুরুত্বারোপ ও সম্মান প্রদর্শন করা।
- ৪) যে-কোন শ্রমিক যেকোন সমস্যা বা পরামর্শ নিয়ে উর্ধতন কর্তৃপক্ষের সাথে সবসময় আলোচনা করতে পারে।
- ৫) কারখানায় আগত বায়ার প্রতিনিধি বা অডিটরদের সাথে গঠনমূলক আলোচনা বা পরামর্শ করার জন্য আমরা সবসময় শ্রমিকদের উৎসাহিত করে থাকি।
- ৬) বডিস্ট্রেচ বাংলাদেশ লি এ কর্মরত শ্রমিক কর্মচারীগণ যে কোন সময়ে এবং যে কোন প্রয়োজনে কমপ্লায়েন্স/ ওয়েলফেয়ার অফিসারের সাথে দেখা করতে/ কথা বলতে পারবে। কর্তৃপক্ষ কর্মীদেরকে তাদের যে কোন অভিযোগ/ পরামর্শের ব্যাপারে কমপ্লায়েন্স/ ওয়েলফেয়ার অফিসারের সঙ্গে মতবিনিময় করার জন্য উৎসাহ প্রদান করেন।
- ৭) শ্রমিকদেরকে বায়ার এর আচার-আচরণ ও শর্ত সম্পর্কে অবগত করা ও তাদের নিয়মনিতির প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা ও তা মেনে চলার জন্য উদ্বুদ্ধ করা।
- ৮) ভয়হীন ও শংকামুক্ত পরিবেশে বায়ারের যে কোন ধরনের প্রশ্নের জবাব দিতে প্ররোচিত ও উৎসাহিত করা।





Bodystretch Bangladesh Ltd.

- ৯) শ্রমিকদের ব্যক্তি স্বাধীনতা ও মত প্রকাশের উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করা।
- ১০) কারখানার ব্যবস্থাপনায় শ্রমিকদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা।
- ১১) অংশগ্রহণকারী কমিটির মাধ্যমে শ্রমিকদের প্রতিনিধিত্ব উৎসাহিত করা।
- ১২) বিভিন্ন সামাজিক ও প্রগোদনামূলক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে মালিক-শ্রমিক সম্পর্ক জোরদার করা।
- ১৩) নির্ভয়ে নিজের সমস্যা জানানোর জন্য কল্যাণ কর্মকর্তার সাথে প্রতিনিয়ত শ্রমিকরা সাক্ষাত করে থাকে।
- ১৪) অভিযোগ বাস্তবের মাধ্যমেও শ্রমিকগণ তাদের মতামত বা যেকোন অসঙ্গতি তুলে ধরতে পারে।

কর্তৃপক্ষ ইচ্ছে করলে যে কোন সময় এই নীতি পরিবর্তন, পরিবর্ধন বা সংশোধন করতে পারবেন।

প্রস্তুতকারী	অনুমোদনকারীর নাম ও পদবী	অনুমোদনকারীর স্বাক্ষর
কমপ্লায়েন্স বিভাগ		

